খোলাসাতুল কোরআন

(পবিত্র কোরআনের মর্মকথা)

গ্রন্থনা
মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী রহ.

অনুবাদ
মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন

সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মাদ মাসরুর
মাওলানা মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন

নাশাত

খোলাসাতুল কোরআন

গ্রন্থনা- মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী রহ.
অনুবাদ- মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন
সম্পাদনা- মাওলানা মুহাম্মাদ মাসরুর
মাওলানা মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন

প্রকাশকাল-এপ্রিল ২০২১

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
গিয়াস গার্ডেন, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৬২৭৪৬৩০৬৮, ০১৭১২২৯৮৯৪১
nashatpub@gmail.com

অনুবাদস্বত্ব © নাশাত

প্রচ্ছদ : হামীম কেফায়েত
বানানসংশোধন : আমানুল্লাহ আবিদ
মূল্য : ৩৬০ (তিনশ ষাট) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

পরিবেশক
রকমারি, ওয়াফিলাইফ, বাংলারপ্রকাশন

হিজরি চোদ্দতম শতাব্দীর প্রখ্যাত ও বরেণ্য বুজুর্গ, বিশিষ্ট আলেমেদীন, ওয়াইসে যামান[১] মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী রহ. এর ব্যাপারে মাওলানা তাজাম্মুল হুসাইন রহ. লিখেছেন, 'মাওলানা ফজলুর রহমান একদিন বিভোর ও বিমোহিত হয়ে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তখন তিনি আমাকে (মাওলানা তাজাম্মুল হুসাইনকে) বলেছিলেন, কোরআন থেকে আমরা যে স্বাদ পাই তোমরা যদি তার সামান্যও পেতে, তা হলে কাপড়চোপড় ছিড়ে জঙ্গলে চলে যেতে।' তারপর অবচেতনভাবে তার বুক চিরে একটি 'আহ' শব্দ বেরিয়ে আসে এবং তিনি কামরায় চলে যান। এরপর কয়েকদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন।

মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলি রহ. বলেন, আমি একদিন মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেবকে বলেছিলাম, কবিতায় আমি যে আনন্দ পাই কোরআনে তা পাই না। তিনি বললেন, এখনো দূরত্ব রয়ে গেছে। কোরআনের সাথে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হলে যে আনন্দ পাওয়া যাবে, অন্য কিছুতে তা পাওয়া যাবে না।

মাওলানা তাজাম্মুল হুসাইন রহ. আরো লিখেছেন, তিনি আমাকে বলেছেন, 'বেশি বেশি কোরআন ও হাদিস পাঠ করবে, আল্লাহ তোমার অন্তরে চলে আসবেন।'

একদিন তিনি বললেন, আমাদেরকে যদি কোরআনুল কারিমের পরিবর্তে জান্নাত দেওয়া হয়, তাতে আমরা সন্তুষ্ট হবো না। আমাদেরকে কোরআন দেওয়া হবে। হুরেরা আমাদের কাছে এলে বলব, 'এসো এসো প্রিয়তমা! কাছে বসো! তুমিও কোরআন শোনো।'

পবিত্র কিতাবের এই সত্যিকার প্রেমিক, মাওলানা ফজলুর রহমানের নামেই অধম কোরআনুল কারিমের এ সামান্য খেদমত অর্পণ করছি। প্রার্থনা করি, রাব্বে কারিম যেন অধমকেও এই প্রেমের কিছু অংশ দান করেন।

দোয়াপ্রার্থী

মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী

---

[১] أويس শব্দটি আরবি أوس শব্দের তাসগির, যার অর্থ : দান, উপহার ইত্যাদি। তাই 'ওয়াইসে যামানা'-এর শাব্দিক অর্থ হয় জমানার উপহার।

নাশাতের আরও কিছু বই

মোগল পরিবারের শেষদিনগুলি/ খাজা হাসান নিজামী
তুরস্কে পাঁচ দিন/ ড. মুসতফা কামাল
(মাওলানা জুলফিকার আহমাদ নকশবন্দির সফরনামা)
কিংবদন্তির কথা বলছি/ আহমাদ সাব্বির
ইসলাম ও মুক্তচিন্তা/ মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন
ইসলাম ও কোয়ান্টাম মেথড/ মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন
হিউম্যান বিয়িং : শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব/ ইফতেখার সিফাত
সিরাতে রাসুল : শিক্ষা ও সৌন্দর্য/ ড. মুসতফা সিবায়ী
খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস/ মাওলানা ইসমাইল রেহান
ড. কাজী দীন মুহম্মদ : জীবন ও সাহিত্য/ জুবাইর আহমদ আশরাফ
আমার ঘুম আমার ইবাদত/ আহমাদ সাব্বির

অনুবাদকের কথা

ইহকালীন ও পরকালীন যাবতীয় শান্তি ও সফলতার উৎসমূল হচ্ছে আল কোরআন। পরকালীন জীবনই নয়; বরং ইহকালীন জীবনেও যদি কেউ প্রকৃত শান্তি ও সফলতা পেতে চায় তাহলে তাকে এ মহাগ্রন্থেরই দ্বারস্থ হতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, সফলতার এ উৎসগ্রন্থকে আমরা নিছক তাযিম-শ্রদ্ধার বস্তু বানিয়ে ফেলেছি, যেন কিয়দংশ পড়ে পরম শ্রদ্ধার সাথে শেলফে তুলে রাখাই আমাদের কর্তব্য! বাস্তব জীবনের সাথে এর যেন কোনো সম্পর্ক নেই! চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতা গঠনে যেন এর কোনো আবেদন নেই! নাউযুবিল্লাহ!

অথচ কোরআন যেমন নিছক কোনো ধর্মীয় গ্রন্থের নাম নয়, তেমনি এটি কেবল বাস্তব জীবনে চর্চিত বিধানসংবলিত গ্রন্থের নামও নয় ; বরং এটি এক আলোকিত ও বিজয়ী সভ্যতার সোপান। এতে যেমন আকিদা-বিশ্বাস, বিধিবিধানের কথা উল্লেখ হয়েছে তেমনি এতে সুস্থ বিবেক ও পরিশুদ্ধ অন্তর গঠনের পথ ও পন্থাও বাতলানো হয়েছে। বরং এতে যতোটা না বিধি-নিষেধের কথা আলোচিত হয়েছে তার চেয়ে সুস্থ বিবেক ও পরিশুদ্ধ অন্তর গঠনের বিষয়ই বেশি আলোচিত হয়েছে।

কোরআনের এ উপস্থাপনাশৈলীর প্রতি চিন্তা করলেই বোঝা যায়, কোরআন চায় মানুষের বিবেকবুদ্ধিতে পরিবর্তন আনতে, তার মন-মানসিকতাকে আপন ছাঁচে গড়ে তুলতে আর এটাই কোরআনের মূল উদ্দেশ্য।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আমরা ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস ও নামাজ-রোজা প্রভৃতি বিধি-বিধান পালন করি বটে; কিন্তু কোরআনের মূল উদ্দেশ্য— পরিশুদ্ধ অন্তর গঠনের প্রতি মনোযোগ দিই না।

আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا

যেই নিজেকে পরিশুদ্ধ করল সে তো সফল আর যে নিজেকে কলুষিত করল সে তো ব্যর্থ।[১]

উল্লেখ্য, কোরআনুল কারিমে তাযকির বি-আলা ইল্লাহ (আল্লাহর অপার কুদরত), তাযকির বি আইয়্যামিল্লাহ (পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস) ও তাযকির বিল মাওতি ওয়ামা বা'দাহু (মৃত্যুপরবর্তী জীবন) সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আর এসবে পরিশুদ্ধ অন্তর গঠনের ভরপুর উপাদান রয়েছে। তাই উল্লিখিত সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে আমাদের উচিত, তাদাব্বুর তথা গভীর চিন্তাভাবনার সাথে এ বিষয়ক আয়াতগুলো তেলাওয়াত করা।

[১] সুরা শামস, আয়াত ৯-১০

যেখানে কুদরতের কথা এসেছে, সেখানে আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম কুদরত নিয়ে ভাবা, অন্তরে তার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের অনুভূতি জাগ্রত করা। যেখানে পূর্ববর্তী মহান ব্যক্তিদের কথা আলোচিত হয়েছে, সেখানে নির্ধারণ করা যে, তারা কেন ও কীভাবে মহান হয়ে উঠলেন। তাদের মহৎ গুণাবলিই-বা কী ছিল। এরপর বাস্তব জীবনে সেসবের চর্চার প্রতি মনোযোগী হওয়া। তাদের দলভুক্ত হওয়ার জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করা।

যেখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কথা উল্লেখ হয়েছে, সেখানে চিহ্নিত করা যে, তারা কেন ধ্বংস হয়ে গেল? তাদের অপরাধ কী ছিল? এরপর লক্ষ করা যে, আমাদের মধ্যে সেসবের কোনো উপাদান আছে কি না? তেমনিভাবে যেসব জায়গায় মুনাফিকদের কথা আলোচিত হয়েছে, গভীরভাবে সেগুলো তেলাওয়াত করা। তাদের কোনো কপট অভ্যাস আমাদের মধ্যে রয়েছে কি না, তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

এ ধারাবাহিকতায় সর্বাধিক লক্ষ রাখতে হবে বনি ইসরাইল (ইহুদি-নাসারা) জাতির আলোচনাসংবলিত আয়াতগুলোতে। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী তারা যত অপরাধ ও অনৈতিক কর্মে জড়িয়েছে, এক সময় আমরাও সেসবে জড়িয়ে পড়বো।[১]

তাই চোখ-কান খোলা রেখে তাদের আলোচনাগুলো পড়তে হবে। তাদের কোন কোন দোষত্রুটি আমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে, তা চিহ্নিত করতে হবে। সেসব পরিহারের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে হবে। মনে রাখতে হবে, ওইসব দোষত্রুটির কারণেই তাদের একদল (ইহুদি) আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়েছে আরেকদল (নাসারা) পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। যেন আমরাও তাদের দলভুক্ত না হয়ে যাই, এজন্য অবশ্যই সেসব দোষত্রুটি পরিহার করে চলতে হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর পাশাপাশি জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কিত আলোচনাও তাদাব্বুর তথা গভীর চিন্তাভাবনার সাথে তেলাওয়াত করতে হবে।

উল্লেখ্য, যারা আহলে ইলম নন, তাদের তাদাব্বুরের ক্ষেত্রটা সীমিত। উল্লিখিত—আল্লাহ তায়ালার অপার কুদরত, নেয়ামাতপ্রাপ্ত মহান ব্যক্তিবর্গ, ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহ, মুনাফিক গোষ্ঠী ও বনি ইসরাইল জাতির আলোচনা সংবলিত আয়াত এবং জান্নাত-জাহান্নাম সংক্রান্ত বিষয়াবলিতেই কেবল তারা তাদাব্বুর করতে পারেন। এ ছাড়া আল্লাহর সিফাত, শরয়ী বিধান প্রভৃতি স্পর্শকাতর ক্ষেত্রগুলোতে তাদাব্বুর করা তাদের জন্য সম্পূর্ণ নিষেধ।

একটি বিষয় বেশ ভালোভাবে স্মরণ রাখতে হবে—কোরআন কেবল হেদায়েতই করে না; বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা গোমরাহি ও পথভ্রষ্টতারও কারণ বনে যায়।

আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেন,

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

এর মাধ্যমে তিনি বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেন আবার বহু লোককে হেদায়েত দান করেন।[১]

[১] সহিহ বুখারি

যেসব কারণে মানুষ কোরআন দ্বারা পথভ্রষ্টতার শিকার হয়, তার অন্যতম হচ্ছে, তাফসির বির-রায় তথা স্বীকৃত নীতিমালা বাদ দিয়ে আপন বিবেকবুদ্ধি খাটিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা করতে যাওয়া। এ যথেচ্ছাচারের কারণে অতীত ও বর্তমানে বেশ কিছু ভ্রান্ত ফেরকার আবির্ভাব ঘটেছে এবং ঘটছে। তাই কোথাও কোন খটকা লাগলে ; বরং অস্পষ্টতা দেখা দিলে অবশ্যই কোনো বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হতে হবে। তাদের থেকে সঠিক ব্যাখ্যা জেনে নিতে হবে। মোটেই বিবেক খাটানো যাবে না। অন্যথায় ধ্বংসের পথই সুগম হবে।

আমরা এতক্ষণ তাদাব্বুর নিয়ে আলোচনা করলাম। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, উপরোক্ত তাদাব্বুরের জন্য প্রথমত কোরআনুল কারিমের অর্থ ও উদ্দেশ্য জানা জরুরি। অন্যথায় তাদাব্বুর সম্ভব নয়। কিন্তু যারা আহলে ইলম নন, তারা এক্ষেত্রে বেশ সমস্যায় ভুগে থাকেন। তাদাব্বুরের জন্য স্বাভাবিকভাবেই তারা কোরআনের কোনো অনুবাদগ্রন্থ হাতে তুলে নেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়। আয়াতের শাব্দিক অর্থ বুঝলেও এক আয়াতের সাথে অপর আয়াতের সম্পর্ক নিরূপণে সক্ষম হন না তারা। বুঝতে পারেন না যে, আল্লাহ তায়ালা কেন, কোন উদ্দেশ্যে পূর্বের আলোচনা ছেড়ে নতুন আলোচনার অবতারণা করেছেন। সুরাটির প্রতিপাদ্যই-বা কী? ফলে তাদাব্বুরুল কোরআন তাদের জন্য দুরূহ হয়ে ওঠে। এমনকি অনেকেই তখন একধরনের বিতৃষ্ণা নিয়ে অনুবাদগ্রন্থটি শেলফেই তুলে রাখেন।

এর সমাধানকল্পে আবশ্যক ছিল এমন একটি গ্রন্থের, যাতে সাবলীল ভাষায়, সহজ উপস্থাপনায় প্রতিটি সুরার মর্ম ও উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তোলা হবে। আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক নির্ধারণ করা হবে। সুরায় উল্লিখিত একাধিক আলোচনার মাঝে যোগসুত্র তৈরি করা হবে। আল্লাহ তায়ালা কোথায় কী বলেছেন এবং কীভাবে বলেছেন, তা উল্লেখ করা হবে।

আলহামদুলিল্লাহ, শহিদ মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী রহ. এ গ্রন্থে সে মহান কাজটিই আঞ্জাম দিয়েছেন। আমাদের এবং গোটা মুসলিমবিশ্বের পক্ষ থেকে আল্লাহ তায়ালা তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

পাঠকদের প্রতি নিবেদন থাকবে, আমরা যে সুরাটি তেলাওয়াত করতে চাই, তাদাব্বুরের সাথে যাতে তা তেলাওয়াত করতে পারি ; এজন্য প্রথমেই এ গ্রন্থ থেকে সে সুরা সংক্রান্ত পুরো আলোচনা পড়ে নেব, এরপর আলোচ্য সুরাটি (মূলপাঠ বা অনুবাদ) পাঠ করবো। তা হলে ইনশাআল্লাহ আমরা ধীরে ধীরে কোরআনের স্বাদ পেতে শুরু করব, কোরআন তেলাওয়াত তখন আমাদের হৃদয়-আত্মার প্রশান্তির উপাদান হয়ে উঠবে। এক অনাবিল স্বর্গীয় অনুভূতি অর্জন করতে পারবো তখন আমরা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সেই সৌভাগ্য নসিব করুন। আমিন।

মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন
১৮ শাবান, ১৪৪২
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৬

সম্পাদকীয় কৈফিয়ত

একজন মুমিনের হৃদয়ে ঈমানের প্রকৃত ভিত মজবুত হয় কোরআনুল কারিমের সাথে তার সম্পর্কের গভীরতা দিয়ে। নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত, কোরআন বোঝার চেষ্টা, কোরআন নিজে শেখা ও অন্যকে শেখানো, সর্বোপরি কোরআনের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এই সম্পর্ক তৈরি হয়।

ঠিক এ জায়গা থেকে বলা যায়, 'খোলাসাতুল কুরআন' এক অনবদ্য গ্রন্থ। লেখক নিজ অন্তরে যেমন কোরআনপ্রেম ধারণ করতেন, তার লেখায়ও কোরআনপ্রেম জাগ্রত করেছেন। প্রেমের সব মাধুরি মিশিয়ে দিয়েছেন। মায়া জড়ানো শব্দে সম্বোধন করেছেন পাঠককে। বইটির ছত্রে ছত্রে এর প্রমাণ মিলবে।

'খোলাসাতুল কুরআন' সর্বমহলের পাঠকের জন্য উপকারী হবে বলে আশাবাদী। বিশেষত আলেম আলোচকের জন্য। রমযানে তারাবি শেষে, মুসল্লিদের উদ্দেশ্য করে, খুব অল্প সময়ে কোরআনের পঠিত অংশের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা যায়। এক্ষেত্রে বইটি উপকারী ভূমিকা রাখবে, ইনশাআল্লাহ।

লেখালেখি ও বইসংশ্লিষ্ট কাজে আমি একেবারেই নতুন। তার উপর আবার সম্পাদনা! গুরুদায়িত্ব!! এখনো ভাবলে চমকে উঠি। নিজের সব অযোগ্যতার দিকে শুধু একবার তাকালেও আল্লাহর রহমত ও সাহায্যের গন্ধ পাই। তিনি যে কত মহান!!

মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন মামাকে স্মরণ করছি। তিনি শুধু এতটুকু বলেছেন, সময় কাজে লাগান। বইটা একটু দেখে দিন। টুকটাক তরিকাও বলে দিলেন। আমি ভাবলাম, যতটুকু পারি কাজ করি। এরপর তো তিনি দেখবেন। কিন্তু না। ক'দিন পর তিনি বললেন, আপনি যেটা করেছেন, সেটিই সম্পাদনা। নিজের কাজের উপর আমার আস্থা ছিল না। তিনি আস্থা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, কাজ সুন্দর হয়েছে। নিজেকে উজাড় করে আমাকে মঞ্চে এনে দাঁড় করালেন। এজন্য মানুষটির কৃতজ্ঞতা আদায় করে শেষ করতে পারবো না। আল্লাহ তায়ালা তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

সবশেষে পাঠকমহলকে অনুরোধ করবো, আমার কোনো ভুল চোখে পড়লে শুধরে দিবেন। আমি আপনাকে কল্যাণকামী ভাই হিসেবেই গ্রহণ করবো। আল্লাহ যেন কোরআনের ভালোবাসা দান করেন। এই কাজকে কবুল করেন। কেয়ামতের দিন নাজাতের উসিলা বানান। আমিন।

দোয়ার মুহতাজ
মুহাম্মাদ মাসরুর
০৩. ০৪. ২০২১

পারা-সূচি

দ্বিতীয় পারা : ৩৩
তৃতীয় পারা : ৪৩
চতুর্থ পারা : ৫৬
পঞ্চম পারা : ৬৪
ষষ্ঠ পারা : ৭৩
সপ্তম পারা : ৮৩
অষ্টম পারা : ৯০
নবম পারা : ৯৯
দশম পারা : ১০৮
এগারোতম পারা : ১১৬
বারোতম পারা : ১২৫
তেরোতম পারা : ১৩২
চোদ্দতম পারা : ১৪০
পনেরোতম পারা : ১৪৮
ষোলোতম পারা : ১৫৮
সতরোতম পারা : ১৬৮
আঠারোতম পারা : ১৭৮
উনিশতম পারা : ১৮৮
বিশতম পারা : ১৯৭
একুশতম পারা : ২০৪
বাইশতম পারা : ২১৫
তেইশতম পারা : ২২৫
চব্বিশতম পারা : ২৩৪
পঁচিশতম পারা : ২৪২
ছাব্বিশতম পারা : ২৫০
সাতাইশতম পারা : ২৬২
আঠাশতম পারা : ২৭৪
ঊনত্রিশতম পারা : ২৯১
ত্রিশতম পারা : ৩০৫

বিস্তারিত সূচি

সুরা ফাতিহা : ২৭
সুরা বাকারা : ২৮
বিশ্বাসের দিক থেকে মানুষ তিন প্রকার : ২৯
আদম আলাইহিস সালামের ঘটনা : ৩০
বনি ইসরাইলের আলোচনা : ৩১
জান্নাত লাভের হাস্যকর আশা : ৩২
ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পরীক্ষা ও দোয়া : ৩২
মিল্লাতে ইবরাহিমি থেকে যারা বিমুখতা অবলম্বন করবে : ৩৩
কেবলা পরিবর্তন ও মুশরিকদের আপত্তি : ৩৫
প্রকৃত পুণ্যের মানদণ্ড : ৩৬
সাওয়াবের বিস্তারিত মূলনীতি : ৩৬
দুটি ঘটনা : ৪৪
রিসালাত ও নবুওয়াত এবং রাসুল ও নবী : ৪৫
আয়াতুল কুরসি বা শ্রেষ্ঠ আয়াত : ৪৫
নমরুদের বিতর্ক : ৪৫
মৃতকে জীবিতকরণের ঘটনা : ৪৬
আল্লাহর রাস্তায় খরচের অপূর্ব দৃষ্টান্ত : ৪৭
সুদ ও তার ভয়াবহতা : ৪৮
সদকা ও সুদের পার্থক্য : ৪৮
বন্ধক ও ঋণের বিধান : ৪৯
একটি চমৎকার দোয়া : ৪৯
সুরা আলে ইমরান : ৫০
নামকরণ : ৫০
যোগসূত্র : ৫০
প্রেক্ষাপট, মুহকাম ও মুতাশাবিহ : ৫০
তাওহিদ ও ইসলাম : ৫১
আহলে কিতাবদের নিন্দা : ৫১
কাফের মুমিনের বন্ধু হতে পারে না : ৫২
তিনটি শিক্ষণীয় ঘটনা : ৫৩
দ্বিতীয় ঘটনা : ৫৪
তৃতীয় ঘটনা : ৫৫
এক কালিমার প্রতি আহ্বান : ৫৬
আল্লাহর রাস্তায় খরচের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত : ৫৮
কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে আহলে কিতাবদের জবাব : ৫৮

আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করা : ৫৯
মুনাফিক ও কাফেরদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব রাখা নিষেধ : ৬০
বদরযুদ্ধ : ৬০
উহুদের যুদ্ধ : ৬০
মুনাফিকদের দোদুল্যমানতা : ৬২
হামরাউল আসাদের যুদ্ধ : ৬২
সর্বদা আল্লাহকে স্মরণকারী মুমিন : ৬৩
সুরা নিসা : ৬৩
নামকরণ : ৬৩
একাধিক বিয়ে ও বিজাতীয় সংস্কৃতি : ৬৪
নারীর মিরাস : ৬৪
যাদের বিয়ে করা জায়েজ নয় : ৬৫
যাদের বিয়ে করা জায়েজ : ৬৬
ইসলামে মুতআ নিষিদ্ধ : ৬৬
পারিবারিক ব্যবস্থা ঠিক রাখার নির্দেশনা : ৬৭
সমাজ-জীবনে ইহসান অবলম্বন : ৬৮
একটি ঘটনা : ৬৮
জিহাদের নির্দেশ : ৬৯
মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকার নির্দেশ : ৬৯
উপযুক্ত স্থানে সমালোচনা বৈধ : ৭৫
ইহুদিদের ভ্রান্তি : ৭৫
খ্রিষ্টানদের ভ্রান্তি : ৭৫
কয়েকটি বিধান : ৭৬
সুরা মায়েদা : ৭৬
নামকরণ : ৭৬
সুরা মায়েদা সর্বশেষ সুরা : ৭৬
এ সুরার একটি বিশেষত্ব : ৭৬
অঙ্গীকার পূরণ করার নির্দেশ : ৭৭
কিছু হারাম খাদ্য ও পানীয় : ৭৭
অজু ও গোসলের নেয়ামত : ৭৮
ইহুদিদের ভীরুতা, ফাসাদ সৃষ্টি ও অহংকার : ৭৮
হাবিল-কাবিলের ঘটনা : ৭৯
ডাকাত, রাষ্ট্রদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলাকারীদের শাস্তি : ৭৯
চোরের হাত কাটার নির্দেশ : ৮০
মুনাফিক ও ইহুদিদের বিধান : ৮০
কোরআনের আলোচনা : ৮১
ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব নিষেধ : ৮১
সত্যিকারের মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ার আদেশ : ৮২
ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন : ৮২

ইহুদিদের উপর আল্লাহ তায়ালার লানত : ৮৩
মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দুশমন ইহুদি ও মুশরিকরা : ৮৩
আল্লাহর কালামের সম্মোহনী শক্তি : ৮৫
হালাল-হারাম ঘোষণার অধিকার একমাত্র আল্লাহর : ৮৫
নিরর্থক শপথ : ৮৬
মদ, জুয়া, দাবা ও মূর্তি সম্পূর্ণ হারাম : ৮৬
মুহরিম অবস্থায় স্থলভাগের প্রাণী শিকার করা নাজায়েজ : ৮৬
কাবার একটি বৈশিষ্ট্য : ৮৬
আল্লাহর উপর মুশরিকদের মিথ্যারোপ ও অপবাদ : ৮৬
নিজেকে মৃত্যুর নিকটবর্তী মনে করলে অসিয়ত করা : ৮৭
কেয়ামত দিবসের দৃশ্য : ৮৭
ঈসা আলাইহিস সালাম : ৮৭
সুরা আনআম : ৮৮
মক্কি সুরার মৌলিক আকিদা—তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাত : ৮৮
এই সুরার বৈশিষ্ট্য : ৮৮
পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের অগ্রহণযোগ্যতা : ৯২
মুমিন জীবিত ব্যক্তির মতো, আর কাফের মৃত মানুষের মতো : ৯৩
ঈমান ও হেদায়েত আল্লাহর হাতে : ৯৩
মুশরিকদের নির্বুদ্ধিতা : ৯৩
আল্লাহ তায়ালার দশটি অসিয়ত : ৯৪
সুরা আরাফ : ৯৫
আল্লাহর একটি নেয়ামত : ৯৫
সুরা আরাফের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য : ৯৬
শয়তানের ওয়াসওয়াসা : ৯৭
ইসলামি পোশাক : ৯৭
আল্লাহ তায়ালা নির্লজ্জ কাজের নির্দেশ দেন না : ৯৭
প্রকৃত মুসলিম কে? : ৯৮
দুই পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠী : ৯৮
তৃতীয় দল আসহাবুল আরাফ : ৯৯
আল্লাহ তায়ালার কুদরত ও তাওহিদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল : ৯৯
ছয়জন নবীর সংক্ষিপ্ত ঘটনা : ১০০
শোয়াইব আলাইহিস সালাম : ১০১
মিথ্যাবাদীদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার রীতি : ১০১
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সান্ত্বনা : ১০১
মুসা আলাইহিস সালাম : ১০২
এই ঘটনা থেকে শিক্ষা : ১০৬
সুরা আনফাল : ১০৭
নামকরণ : ১০৭
জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ : ১০৭

প্রকৃত মুমিনের পাঁচটি গুণ : ১০৭
বদরযুদ্ধের বিস্তারিত আলোচনা : ১০৮
সুরা আনফালের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য : ১০৮
আল্লাহ তায়ালার সম্বোধন : ১০৮
হায় আফসোস! : ১০৯
গনিমত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা : ১১০
আল্লাহর সাহায্য লাভের চারটি উপায় : ১১০
কাফেরদের পরিণতি : ১১০
কুরাইশের লাঞ্ছনার কারণ : ১১১
মুসলমানদের থাকতে হবে সদাপ্রস্তুত : ১১১
সন্ধির প্রস্তাব ফিরাবে না : ১১৩
রাসুলের সমালোচনা ও কোরআনের সত্যতা : ১১৩
সুরা তাওবা : ১১৪
প্রেক্ষাপট : ১১৪
সুরা তাওবার মৌলিক উদ্দেশ্য : ১১৪
আহলে কিতাবদের সাথে যুদ্ধের অনুমতি : ১১৫
মুনাফিকদের আলামত : ১১৫
মুমিনদের নয়টি গুণ : ১১৯
যে তিনজন তাবুকযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি : ১২০
দীন শেখার জন্য কিছু লোক থাকা উচিত : ১২০
জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি : ১২১
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা : ১২১
সুরা ইউনুস : ১২২
রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত ও উবুদিয়্যাত : ১২২
মূর্তিপূজা ও একত্ববাদ : ১২৩
কোরআনের সত্যতার চ্যালেঞ্জ : ১২৪
শিক্ষা ও উপদেশগ্রহণের তিনটি ঘটনা : ১২৪
প্রথম ঘটনা : ১২৪
দ্বিতীয় ঘটনা : ১২৪
তৃতীয় ঘটনা : ১২৫
সুরা হুদ : ১২৭
তাওহিদ ও তার প্রমাণপঞ্জি : ১২৭
আল কোরআনের চ্যালেঞ্জ : ১২৭
মানুষের দুটি শ্রেণি : ১২৮
কোরআনুল কারিমের বৈচিত্র্যময়তা : ১২৮
ইসতিকামাত (অবিচলতা) : ১৩০
সুরা ইউসুফ : ১৩১
ঘটনার চমৎকার দিক : ১৩২
হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা : ১৩৩

কখনো মুসিবতের সুরতে নেয়ামত আসে : ১৩৪
হিংসা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রোগ : ১৩৪
উন্নত চরিত্র, উত্তম গুণাবলি ও সঠিক লালনপালনের ফল : ১৩৪
সচ্চরিত্র, বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়তা সবার জন্যই কল্যাণের উৎস : ১৩৪
বেগানা নারী-পুরুষের নির্জনে অবস্থান ফেতনার কারণ : ১৩৫
ঈমান বিপদে সহনশীলতা ও গুনাহমুক্ত থাকা সহজ করে : ১৩৫
কষ্টের সময় আল্লাহ তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন করা : ১৩৫
প্রকৃত দায়ী কষ্টের সময়ও দাওয়াত থেকে উদাসীন হয় না : ১৩৫
চারিত্রিক পবিত্রতার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা উচিত : ১৩৫
ধৈর্যধারণের ফজিলত : ১৩৬
ইউসুফ আলাইহিস সালামের পবিত্রতার সাক্ষ্য : ১৩৬
আল্লাহর ফয়সালা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না : ১৩৭
সুরা রাদ : ১৩৭
সুরা ইবরাহিম : ১৪০
সুরা হিজর : ১৪২
নামকরণ : ১৪২
হায়, আমরা যদি মুসলমান হতাম! : ১৪২
কোরআন হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ : ১৪২
আল্লাহর কুদরত ও একত্বের দলিল এবং মানব-সৃষ্টির ঘটনা : ১৪৩
ইবলিস : ১৪৪
আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও রহমত : ১৪৪
ইবরাহিম আলাইহিস সালাম : ১৪৫
লুত আলাইহিস সালাম : ১৪৫
হজরত সালেহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় : ১৪৫
সুরা নাহল : ১৪৬
নামকরণ : ১৪৬
মৌমাছির ইতিবৃত্ত : ১৪৬
সুরা নিয়াম : ১৪৭
কোরআনের সবচেয়ে সমৃদ্ধ আয়াত : ১৪৮
সুরা ইসরা : ১৫০
নামকরণ : ১৫০
মিরাজ : ১৫০
বনি ইসরাইলের বিশৃঙ্খলা : ১৫১
ইসলামি জীবনের প্রায় তেরোটি আদেশ-নিষেধ : ১৫২
আল্লাহর সন্তান দাবি ও পরকাল অস্বীকারের খণ্ডন : ১৫৩
সুরা কাহাফ : ১৫৪
নামকরণ : ১৫৪
ফজিলত : ১৫৪
সেই পাঁচ সুরার একটি : ১৫৪

এ সুরার তাফসিরে স্বতন্ত্র কিতাব : ১৫৫
প্রথম ঘটনা : আসহাবে কাহাফ : ১৫৫
দ্বিতীয় ঘটনা : মুসা ও খাযির আলাইহিমাস সালামের সফর : ১৫৬
তৃতীয় ঘটনা : হজরত জুলকারনাইনের প্রাচীর : ১৫৭
তিনটি দৃষ্টান্ত : ১৫৭
প্রথম দৃষ্টান্ত : ১৫৭
দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত : ১৫৮
তৃতীয় দৃষ্টান্ত : ১৫৯
জুলকারনাইনের ঘটনা : ১৬০
বস্তুবাদ ও ইসলাম : ১৬২
সুরা মারয়াম : ১৬২
প্রথম ঘটনা : জাকারিয়া আলাইহিস সালামের সন্তানলাভ : ১৬২
হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের ঘটনা : ১৬৩
আল্লাহ আমাকে ছয়টি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন : ১৬৪
ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনা : ১৬৪
মুমিনদের প্রতি মানুষের মনে মহব্বত : ১৬৫
সুরা ত-হা : ১৬৬
নামকরণ ও প্রেক্ষাপট : ১৬৬
মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা : ১৬৭
সুরা আমবিয়া : ১৭০
নামকরণ : ১৭০
কেয়ামত অতি নিকটে : ১৭০
সকল নবীই মানুষ ছিলেন : ১৭০
কোরআনের মুজিজা : ১৭১
একত্ববাদের অসংখ্য প্রমাণ : ১৭২
ছয়টি দলিল : ১৭২
সতেরোজন নবীর আলোচনা : ১৭৪
সুরা হজ : ১৭৬
নামকরণ ও বিষয়বস্তু : ১৭৬
পুনরুত্থানের দুটি দলিল : ১৭৬
প্রকৃত মুমিনের চারটি আলামত : ১৭৮
জিহাদের অনুমতি : ১৭৮
সুরা মুমিনুন : ১৮০
মুমিনের মৌলিক গুণাবলি : ১৮০
কতটা সত্য এ কোরআন! : ১৮০
সৃষ্টিজগৎ কার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? : ১৮১
কয়েকজন নবীর ঘটনা : ১৮১
অন্যায় বিভক্তি : ১৮১
কেয়ামতের দিন মানুষ দু-দলে বিভক্ত হবে : ১৮২

সুরা নুর : ১৮৩
নামকরণ : ১৮৩
বিধান ও আদব : ১৮৪
তৃতীয় বিধান : ১৮৪
চতুর্থ বিধান : ১৮৪
পঞ্চম বিধান : ১৮৫
ষষ্ঠ বিধান : ১৮৫
সপ্তম বিধান : ১৮৫
অষ্টম বিধান : ১৮৬
নবম বিধান : ১৮৬
দশম বিধান : ১৮৬
যে নুরের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে হেদায়েত দেন : ১৮৭
সৃষ্টি জগতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ : ১৮৮
মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য : ১৮৮
আরও তিনটি বিধান : ১৮৮
সুরা ফুরকান : ১৯০
কোরআন ও সাহিবুল কোরআনের সত্য তা : ১৯০
একটু থামুন, একটু ভাবুন : ১৯১
রহমানের বান্দাদের গুণাবলি : ১৯১
সুরা শুআরা : ১৯২
সবচেয়ে বড় নেয়ামত কোরআন : ১৯২
বিভিন্ন নবীর ঘটনা : ১৯৩
সুরা নামল : ১৯৬
নামকরণ : ১৯৬
বিশেষ তিনটি সুরা : ১৯৬
কয়েকজন নবীর ঘটনা : ১৯৭
প্রশ্নাকারে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ : ১৯৯
দ্বিতীয় মৌলিক বিষয় পুনরুত্থান : ১৯৯
সুরা কাসাস : ২০০
হজরত মুসা ও ফেরাউনের ঘটনা : ২০০
কারুনের ঘটনা : ২০৩
কিছু উপদেশ : ২০৪
সুরা আনকাবুত : ২০৫
সুন্নাতুল ইবতিলা তথা মানব-জীবনে বিপদ আসবেই : ২০৫
নামাজের উপকারিতার : ২০৬
রাসুলের সত্যবাদিতার সুস্পষ্ট নিদর্শন : ২০৬
কোরআনের সারসংক্ষেপ : ২০৮
সুরা রুম : ২০৮
আর কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী : ২০৮

আল্লাহ তায়ালার অদ্বিতীয়তা ও বড়ত্ব : ২০৯
সুরা লোকমান : ২১০
কুদরত ও একত্ববাদের চারটি দলিল : ২১১
বৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার এক আশ্চর্য ও বড় কুদরত : ২১১
হজরত লোকমান হাকিম ও পাঁচটি অসিয়ত : ২১১
সুরা সাজদা : ২১২
কোরআন সত্য ও আল্লাহ এক : ২১২
অপরাধী ও মুমিনদের অবস্থা : ২১৩
সুরা আহযাব : ২১৪
লক্ষণীয় একটি বিষয় : ২১৪
গাজওয়ায়ে আহযাব ও গাজওয়ায়ে বনু কুরাইজা : ২১৫
রাসুলের পবিত্র স্ত্রীদের আলোচনা : ২১৭
যায়েদ বিন হারিসা ও যায়নাব বিনতে জাহাশ-এর ঘটনা : ২১৮
একাধিক বিয়ের উপর আপত্তি ও তার অসারতা : ২১৮
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঁচটি বিশেষ গুণ : ২১৯
কিছু আদব ও শিষ্টাচার : ২২০
একবার দুরুদে দশটি রহমত এবং একবার সালামে দশবার শান্তি : ২২০
পর্দার বিধান : ২২১
সুরা সাবা : ২২২
হজরত দাউদ ও হজরত সুলাইমান আলাইহিমাস সালাম : ২২২
ইয়ামেনের সাবাবাসীদের ঘটনা : ২২৩
মুশরিকদের আকিদা-বিশ্বাস ও তার খণ্ডন : ২২৩
ধনাঢ্যতা ও প্রাচুর্য কাফেরদের অবাধ্যতার মূল : ২২৪
সুরা ফাতির : ২২৪
সুরা ইয়াসিন : ২২৬
হাবিবে নাজ্জারের ঘটনা : ২২৭
হাজার বছর আগের ভবিষ্যদ্বাণী : ২২৮
কেয়ামতের ভয়ংকর দৃশ্য : ২২৮
সুরা সাফফাত : ২২৯
পুনরুত্থান : ২৩০
জান্নাতিদের পরস্পর আলোচনা : ২৩০
বিভিন্ন নবীর ঘটনা : ২৩০
হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম : ২৩১
সুরা স-দ : ২৩২
দাউদ আলাইহিস সালাম : ২৩৩
আইয়ুব আলাইহিস সালাম : ২৩৩
সুরা যুমার : ২৩৪
তিনটি অন্ধকার : ২৩৫
মুমিন ও মুশরিকদের দৃষ্টান্ত : ২৩৫

তাওবার দরজা খোলা রাখা বিশেষ রহমত : ২৩৬
সুরা গাফির : ২৩৭
আরশ বহন ও বেষ্টনকারী ফেরেশতাদের হামদ : ২৩৭
জাহান্নাম : ২৩৮
ফেরাউনের ঘটনা : ২৩৮
একজন মুমিন বান্দার আলোচনা : ২৩৮
এসব হচ্ছে তার নেয়ামত : ২৩৯
সুরা হা-মীম সাজদা : ২৪১
সাত হা-মীম : ২৪১
আদ ও সামুদ সম্প্রদায় : ২৪২
মুমিনের সবচেয়ে বড় গুণ ঈমানের উপর অটল থাকা : ২৪২
কেয়ামত কবে আসবে? : ২৪৪
আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সম্পূর্ণ সত্য : ২৪৪
কোরআনের অলৌকিকতা : ২৪৫
সুরা শুরা : ২৪৫
মুমিনদের কয়েকটি গুণ : ২৪৭
সুরা যুখরুফ : ২৪৭
নামকরণ : ২৪৭
সুরা দুখান : ২৪৯
মক্কার ফেরাউনদের সেই ফেরাউনের পরিণামের ব্যাপারে সতর্ক করা : ২৫০
সুরা জাসিয়া : ২৫০
নামকরণ : ২৫০
সুরা আহকাফ : ২৫২
সুরা মুহাম্মদ : ২৫৩
সুরা ফাতহ : ২৫৫
সুলহে হুদাইবিয়া ও বাইয়াতে রিদওয়ানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : ২৫৫
সুরা হুজুরাত : ২৫৮
নামকরণ : ২৫৮
সুরা কাফ : ২৬১
সুরা যারিয়াত : ২৬২
আল্লাহর মহত্ত্ব ও তার কুদরতের তিনটি নিদর্শন : ২৬২
সুরা তুর : ২৬৪
কোরআনের বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার : ২৬৫
সুরা নাজম : ২৬৬
সুরা কামার : ২৬৭
জাহান্নামের ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শন : ২৬৭
সুরা রহমান : ২৬৯
অবুঝ আপত্তি ও তার খণ্ডন : ২৭১
সুরা ওয়াকিয়া : ২৭২

ফজিলত : ২৭২
কেয়ামত : ২৭২
আল্লাহর অস্তিত্ব ও অসীম কুদরতের দলিল : ২৭২
সুরা হাদিদ : ২৭৪
নামকরণ : ২৭৪
প্রথম বিষয় : তিনি কিছুর স্রষ্টা ও মালিক : ২৭৪
দ্বিতীয় বিষয় : জান-মাল কোরবান করার নির্দেশ : ২৭৪
তৃতীয় বিষয় : দুনিয়ার জীবনের বাস্তবতা : ২৭৫
সুরা মুজাদালা : ২৭৬
সুরা হাশর : ২৭৮
সুরা মুমতাহিনা : ২৮০
হাতিব বিন আবি বালতাআ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা : ২৮০
সুরা সফ : ২৮৩
সুরা জুমআ : ২৮৪
সুরা মুনাফিকুন : ২৮৬
সুরা তাগাবুন : ২৮৮
স্ত্রী, সন্তান ও সম্পদের স্বরূপ : ২৮৮
সুরা তালাক : ২৮৯
বিভিন্ন ধরনের তালাকপ্রাপ্ত নারীর ইদ্দত : ২৮৯
চারবার তাকওয়ার কথা : ২৯০
সুরা তাহরিম : ২৯১
সুরা মুলক : ২৯৩
সুরা কলম : ২৯৪
সুরা হাক্কাহ : ২৯৬
সুরা মাআরিজ : ২৯৭
সুরা নুহ : ২৯৮
সুরা জিন : ২৯৯
সুরা মুযযাম্মিল : ৩০০
সুরা মুদ্দাসসির : ৩০১
সুরা কিয়ামাহ : ৩০২
আঙুলের ছাপ আল্লাহর অসীম কুদরতের সাক্ষী : ৩০৩
সুরা দাহার : ৩০৪
সুরা মুরসালাত : ৩০৫
সুরা নাবা : ৩০৭
সুরা নাযিয়াত : ৩০৮
সুরা আবাসা : ৩০৯
সুরা তাকবির : ৩৩১০
সুরা ইনফিতার : ৩১০
সুরা মুতাফফিফিন : ৩১১

সুরা ইনশিকাক : ৩১২
সুরা বুরুজ : ৩১২
সুরা তারিক : ৩১৩
সুরা আ'লা : ৩১৪
সুরা গাশিয়া : ৩১৪
সুরা ফজর : ৩১৫
সুরা বালাদ : ৩১৬
সুরা শামস : ৩১৬
সুরা লাইল : ৩১৭
সুরা দোহা : ৩১৭
সুরা ইনশিরাহ : ৩১৮
সুরা তিন : ৩১৯
সুরা আলাক : ৩১৯
সুরা কদর : ৩২০
সুরা বাইয়িনা : ৩২০
সুরা যিলযাল : ৩২১
সুরা আদিয়াত : ৩২১
সুরা কারিয়া : ৩২২
সুরা তাকাসুর : ৩২২
সুরা আসর : ৩২২
সুরা হুমাজা : ৩২৩
সুরা ফিল : ৩২৩
সুরা কুরাইশ : ৩২৩
সুরা মাউন : ৩২৪
সুরা কাউসার : ৩২৪
সুরা কাফিরুন : ৩২৫
সুরা নাসর : ৩২৫
সুরা লাহাব : ৩২৫
সুরা ইখলাস : ৩২৬
সুরা ফালাক : ৩২৬
সুরা নাস : ৩২৭
ফজিলত : ৩২৭
কোরআনের শেষ ও শুরুর মধ্যে গভীর মিল : ৩২৭

ভূমিকা

لا يمكن إحصاء نِعَم الله تعالى على هذا العبد الضعيف، وأجلها التوفيق على فهم القرآن العظيم، ومِنَن ملجأ الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم على أحقر الأمة كثيرةٌ جدًا، وأعظمها تبليغ (وتعليم) الفرقان العظيم. فإن حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم لقَّن القرآن المجيد على القرن الأول (الصحابة) وهم بلَّغوه إلى القرن الثاني (التابعين)، وهكذا بلَّغ القرن الثاني إلى الثالث، والثالث إلى الرابع، حتى وصل إلى هذا العبد العاجز المحتاج حظٌّ من رواية القرآن الحكيم ودرايته. اللهم صل على هذا النبي الكريم، سيدنا ومولانا وشفيعنا أفضل صلواتك وأيمن بركاتك، وعلى أله وأصحابه وعلماء أمته أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.[১]

এ অসহায় বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর নেয়ামত অসংখ্য-অগুনতি। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে কোরআনুল কারিম বোঝার তাওফিক।

উম্মাহর এ নগণ্য সদস্যের উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগ্রহও অনেক। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, কোরআনুল কারিমের দাওয়াত (ও শিক্ষা) পৌঁছে দেওয়া। প্রথম যুগে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিয়েছেন। তারা শিক্ষা দিয়েছেন দ্বিতীয় যুগের লোকদের (তাবেয়িদের)। এভাবে দ্বিতীয় যুগের লোকেরা তৃতীয় যুগের লোকদের, আর তৃতীয় যুগের লোকেরা চতুর্থ যুগের লোকদের শিক্ষা দিয়েছেন। অব্যাহতধারায় এ অধমের নিকটও কোরআনের বর্ণনা ও তার ব্যাখ্যা এসে পৌঁছেছে।

[১] খুতবাটি উল্লেখ করা হয়েছে 'আল-ফাউযুল কাবির' গ্রন্থের আরবিসংস্করণ থেকে। এটির আরবি ভাষান্তর করেছেন জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া, করাচি, পাকিস্তান-এর বিশিষ্ট উসতায মুহাম্মদ আনওয়ার বাদাখশানি। বস্তুত এটিই এই কিতাবের প্রথম আরবি সংস্করণ নয়। মূল গ্রন্থটি ফারসি ভাষায় হওয়াতে ইলমি-মহলে গ্রন্থটির ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার বিচারে এর আগেও আলেমগণ এটিকে আরবিপাঠে রূপ দিয়েছেন। হ্যাঁ, খুতবাটির মূল যেহেতু ফারসি ভাষায় ছিল, তাই পরবর্তীতে যারা এটিকে আরবিতে ভাষান্তর করেছেন, তারা বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। কিতাবের মূল ফারসি নুসখার ভিন্নতার দরুন একেকজনের আরবি ভাষান্তরেও ভিন্নতা এসেছে। রাব্বুল আল-মীন সকলকে উত্তম জাযা দান করুন।

হে আল্লাহ, আমাদের সরদার, অভিভাবক ও শাফাআতকারী এ মহান নবীর উপর আপনার সর্বোত্তম রহমত এবং সর্বোচ্চ বরকত নাজিল করুন। হে পরম দয়াময়, তার পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম এবং উম্মতের ওলামায়ে কেরাম সকলের উপর আপনার রহমত নাজিল করুন।

এটি একটি মোবারক খুতবা, যার দ্বারা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. কোরআনের মূলনীতি বিষয়ে রচিত প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল-ফাউযুল কাবিরে'র সূচনা করেছেন। তবে এ খুতবায় উল্লেখকৃত 'কোরআন বোঝা'র স্থলে 'কোরআনের মহব্বত' বললে কথাটি অধমের আগ্রহের পুরোপুরি প্রতিনিধিত্ব করবে।

অধম কোরআন বোঝার দাবি করতে না পারলেও কোরআনের মহব্বতের দাবি অবশ্যই করতে পারি। আর এ মহব্বতের কারণেই অধমের আকাঙ্ক্ষা, যে মহান সত্তা অসম্ভবকে সম্ভব করেন এবং অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বে আনেন, হায়, তিনি যদি কোরআনের তেলাওয়াত, খেদমত, পঠন-পাঠন ও তার প্রচার-প্রসারকে আমার ও আমার সন্তানদের শয়ন-স্বপনের সঙ্গী বানিয়ে দিতেন! যদি আমার কলম-জবান, দিল-দেমাগ ও অস্তিত্ব সর্বদা কোরআনের নুর ও তার ফয়েজ দ্বারা আলোকোজ্জ্বল থাকত!

বারবার ইচ্ছা জাগে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই জীবন্ত মুজিজার ছায়াতলেই যেন কেটে যায় জীবন। কোরআনের শব্দ জপতে জপতেই যেন আসে মৃত্যুর ডাক।

পবিত্র কিতাবের সাথে এমন একটি সম্পর্কের স্বপ্ন থেকেই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি রচিত হয়েছে।

১৪২৪ হিজরির রমজানুল মোবারকে দৈনিক 'ইসলাম' কর্তৃপক্ষ 'রমজান স্পেশাল' নামে একটি পাতা প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করে। এ পাতায় অন্যান্য শিরোনামের পাশাপাশি 'খোলাসাতুল কোরআন' নামটিও রাখা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে প্রতিদিন এক পারার সারসংক্ষেপ তৈরি করার অনুরোধ জানানো হয়। আমি আমার হৃদয়ের স্বপ্ন ও জীবনের সৌভাগ্য মনে করে কাজটি গ্রহণ করি।

উদ্দেশ্য ছিল, মুসল্লিগণ তারাবিতে যে পারাটি শুনবেন, সকালে যেন তার আলোচ্য বিষয়ের নির্বাচিত অংশ অধ্যয়ন করে নিতে পারেন। এর ফলে কিছুটা হলেও মানুষ কোরআনুল কারিম বোঝার সৌভাগ্য লাভ করবে।

বিষয়টি সাধারণ মানুষের জন্য শুরু করা হলেও পরে বিশেষ ব্যক্তিদের নিকটও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ফটোকপি করে বিভিন্ন মসজিদে বিলিও করা হয়। অনেক হাফেজ ও ইমাম পরবর্তী বছরের জন্য সযত্নে তা সংরক্ষণও করেন। এরই সাথে বিভিন্ন মহল থেকে লেখাগুলো গ্রন্থবদ্ধ

করার প্রস্তাবও আসতে থাকে। অধমের নিকট বিষয়টি ভালোই মনে হয়। কেননা কয়েক বছর যাবৎ রমজানুল মোবারকে দৈনিক কোরআনের সারমর্ম শোনানোর একটি বরকতময় ধারা চলে আসছিল।

এরই সাথে আরেকটি তিক্ত বাস্তবতাও লেখাগুলোকে বইয়ে রূপ দেওয়ার চাহিদা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। তা এই যে, বিগত কয়েক বছর থেকে শিক্ষিত-অশিক্ষিত বহু মানুষ নিজ-নিজ বুঝ অনুযায়ী কোরআনের সারমর্ম আবিষ্কারের দুঃসাহস দেখাতে শুরু করেছিল। বরং সন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, এক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষই এমন, যারা কোনো দীনি প্রতিষ্ঠান থেকে বিশেষজ্ঞদের কাছে রীতিমতো শিক্ষা অর্জন করেননি। এমতাবস্থায় যদি তারা এভাবে লাগামহীন মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে থাকে, বা মনগড়া তাফসির করতে থাকে, তবে তা কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই ডেকে আনবে বেশি।

এজন্য এমন একটি কিতাবের প্রয়োজন ছিল, যাতে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য তাফসিরের সাহায্যে কোরআনের সারমর্ম উল্লেখ করা হবে এবং যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ উপকৃত হতে পারবে। আর বিশেষ ব্যক্তিবর্গ রমজান মাসে তা মুসল্লিদের সামনে পরিবেশন করতে পারবেন।

আলহামদু লিল্লাহ, দয়াময় আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শোকর যে, আমার মতো একজন দুর্বল ও অক্ষম বান্দাকে সময়ের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনটি তিনি পূরণ করার তাওফিক দান করেছেন।

সারমর্ম প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে আল্লামা ওয়াহবা যুহাইলি রহ. এর التفسير المنير এবং কোরআন-সুন্নাহর খাদেম শায়েখ মুহাম্মদ আলি সাবুনীর قبس من نور القرآن الكريم থেকে।

রমজান মাসে যেহেতু খুব দ্রুততার সাথে খোলাসাটি তৈরি করা হয়েছিল, তাই পরবর্তীতে গ্রন্থবদ্ধ করতে গিয়ে একই আন্দাজ ও শৈলীতে প্রকাশ করার জন্য প্রথম চার পারার নতুন করে খোলাসা লেখা হয়। বাকি পারাগুলোর উপর পুনঃদৃষ্টি ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়।

বইটি ত্রুটিমুক্ত করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে। তবু কোনো মানুষই ত্রুটিমুক্ত নয়। এটা তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার গুণ। তিনি সকল ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র। পাঠকদের নিকট নিবেদন থাকবে, কোনো ধরনের ভুলত্রুটি নজরে পড়লে আমাদের অবগত করবেন। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেওয়া হবে। এতে আমরা খুশি হবো এবং যিনি জানাবেন, তার জন্য দোয়া থাকবে।

পরিশেষে কিছু নিবেদন রাখতে চাচ্ছি। প্রথমত কোরআন মাজিদের প্রতিটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রতিটি আয়াত ও শব্দের পেছনে রয়েছে এক এক জগৎ।

সত্য তো এই যে, কোরআনের কোনো খোলাসা হতে পারে না। খোলাসার নামে আপনাদের সামনে যা পেশ করা হচ্ছে, তা কোরআনের অন্তহীন জগতের সামান্য ঝলকমাত্র। এ যেন মহাসমুদ্রের সামান্য কয়েক ফোটা। 'যার পুরোটা পাওয়া যাবে না তার সবটাই ছাড়া যাবে না' এই নীতির আলোকে এই সামান্য ঝলকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেন কেউ পুরো কোরআন অধ্যয়ন করতে না পারলেও কমপক্ষে এক নজরে তার বিষয়সমূহ দেখে নিতে পারে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, হতে পারে আল্লাহ তায়ালা সংক্ষিপ্ত অধ্যয়নের বরকতে বিস্তারিত অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি করে দেবেন।

দ্বিতীয় নিবেদন হল, আমাদের এখানে যেহেতু তারাবিতে পারা অনুযায়ী তেলাওয়াত করা হয়, তাই পারা হিসাবেই সারমর্ম তৈরি করা হয়েছে। অন্যথায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সুরা হিসেবেই কোরআনকে ভাগ করেছেন। পারা, অর্ধেকাংশ, এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ ইত্যাদি ভিত্তিতে ভাগ করার বিষয়টি পরবর্তীতে চালু হয়েছে।

যখন কোনো নতুন আয়াত নাজিল হতো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বিভিন্ন সুরায় রাখতে বলতেন। কোনো পারায় রাখার হুকুম দিতেন না। বলাবাহুল্য, বিষয়ের সাথে মিল থাকার কারণেই তিনি বিভিন্ন সুরায় তা রাখার নির্দেশ দিতেন। যদি কোনো সুরার সাথে বিশেষ মিল না-পাওয়া যেত তা হলে সে আয়াতকে যেকোনো সুরার সাথে যুক্ত করার সুযোগ প্রদান করতেন। এই কারণেই ১১৪ সুরায় এতটা তফাত। এক সুরা মাত্র তিন আয়াতবিশিষ্ট; অপর সুরা ২৮৬ আয়াতবিশিষ্ট।

কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, খোলাসা উল্লেখ করতে গিয়ে সুরার প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যক। কিন্তু তারাবিতে যেহেতু পারা হিসেবে তেলাওয়াত করা হয় এজন্য খোলাসা তৈরি করতে গিয়ে সুরা ও পারা উভয়টির প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে। প্রত্যেক পারার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লেখ করে সাথে আয়াত নম্বর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আগ্রহী পাঠকবৃন্দ তাফসিরের কিতাবাদি থেকে তা বিস্তারিত অধ্যয়ন করে নিতে পারবেন।

শেষনিবেদন হচ্ছে, কোরআন মাজিদ এমন মহাকিতাব, মহব্বতের দৃষ্টিতে যা দেখা এবং আদব-ইহতিরামের সাথে যা স্পর্শ করা—কোনোকিছুই অনর্থক নয়। কিন্তু এই অথৈ সাগর বা সদা ছায়াদার বৃক্ষ থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত অন্তরে এই কিতাবের মহত্ত্ব বিদ্যমান থাকতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে, কোরআন এক মহান কিতাব, যার মহত্ত্ব বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ তায়ালা বহুবার শপথ করেছেন।

শুধু সুরা ওয়াকিয়ার প্রতি লক্ষ করুন; তাতে বলা হয়েছে, 'অতএব, আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি, আর অবশ্যই এ এক মহা শপথ, যদি

তোমরা জানতে! নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, যা আছে এক সুপ্ত কিতাবে। যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত কেউ একে স্পর্শ করবে না। এটা বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তবু কি তোমরা এই বাণীর প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে? এবং একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের ভূমিকায় পরিণত করবে?'

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বুঝে-শুনে এ কিতাব তেলাওয়াত করা উচিত। অন্তরের পরিশুদ্ধি, চারিত্রিক পবিত্রতা, জীবনের মোড় পরিবর্তন এবং বরকত অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে কোরআন অনুধাবন এবং তা বুঝে তেলাওয়াতের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। অন্তরে অনুধাবনের পর নিজে নিজে তা বুঝে তেলাওয়াত করা এবং অন্যদের কাছেও এই নেয়ামত পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা।

এ বিষয়টি ভালোভাবে জেনে নেওয়া উচিত যে, গোটা বিশ্বের ভবিষ্যৎ হচ্ছে কোরআন। দুশ্চিন্তা, মনোরোগ, রাজনৈতিক বিরোধ, পারস্পরিক মতভিন্নতা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, জীবিকার কষ্ট প্রভৃতি সমস্যায় যারা জর্জরিত, একদিন না একদিন তাদের বিশ্বাস করতেই হবে যে, তাদের সব সমস্যার সমাধান একমাত্র কোরআন। কোরআনই মানসিক প্রশান্তির একমাত্র পাথেয়।

চলুন, দুনিয়ার পিপাসার্ত মানুষকে কোরআনের নির্মল ঝরনাধারার দিকে পথ প্রদর্শন করে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি। আমাদের বন্ধুবান্ধব এবং দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের নিকট এই খোলাসাতুল কোরআন—যা মূলত সামান্য প্রচেষ্টামাত্র, পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করি।

ইনশাআল্লাহ, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় বইটির অনুবাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হবে।

দোয়াপ্রার্থী
মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী

পবিত্র কোরআনের মর্মকথা

সুরা ফাতিহা

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৭। রুকুসংখ্যা : ১

প্রথম পারায় সুরা ফাতিহা ও সুরা বাকারার কিছু অংশ স্থান পেয়েছে। সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, সুরা ফাতিহা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।[১] তারা এ ব্যাপারেও ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এ সুরা মক্কি জমানার প্রথমদিকে অবতীর্ণ হয়েছে।

সুরা ফাতিহা ছোট হলেও সংক্ষেপে এতে গোটা কোরআনের মৌলিক উদ্দেশ্য উঠে এসেছে। এ কারণেই একে 'উম্মুল কোরআন' ও 'আসাসুল কোরআন'ও বলা হয়। অর্থাৎ সুরা ফাতিহা গোটা কোরআনের মৌলিক বিষয়াদির ভূমিকা ও তার সারনির্যাস।[২] আর তা এভাবে যে, কোরআনের মৌলিক বিষয় তিনটি; তাওহিদ, রিসালাত ও কেয়ামত। সুরা ফাতিহার প্রথম দুই আয়াত ও চতুর্থ আয়াতে তাওহিদের আলোচনা করা হয়েছে। আর তৃতীয় আয়াতে আলোচনা এসেছে কেয়ামত সম্পর্কে। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ আয়াতে নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পাশাপাশি এ সুরায় আল্লাহ তায়ালার নাম ও গুণাবলি, তার ইবাদত, তার কাছে সাহায্যপ্রার্থনা, তার পথে অবিচলতা এবং তার কাছেই হেদায়েত চাওয়ার বিধানও উল্লেখ করা হয়েছে। একদিকে নবী ও নেককারদের কথা আলোচনা করা হয়েছে, অন্যদিকে সেসব সম্প্রদায়ের ভ্রষ্ট পথ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যারা নিজেদের জ্ঞান ও আদর্শগত ভ্রান্তির কারণে আল্লাহ তায়ালার গজব ও আজাবের উপযুক্ত হয়েছে।

বলাবাহুল্য, সুরা ফাতিহা হচ্ছে এক অতুলনীয় দোয়া, মারেফাতের অফুরন্ত ভাণ্ডার এবং কোরআনি ইলম ও জ্ঞানের স্বচ্ছ আয়না, যাতে অবশিষ্ট ১১৩টি সুরার ঝলক পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত বারবার এ ঝলক পরিলক্ষ করার জন্যই নামাজে প্রতি রাকাতে সুরা ফাতিহা পড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

---

[১] প্রকৃতপক্ষে সুরা ফাতিহা মক্কি না মাদানি (মক্কায় নাকি মদিনায় অবতীর্ণ) এ ব্যাপারে তাফসিরকারদের দুটি মত আগে থেকেই রয়েছে। তবে অধিকাংশই মক্কি হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাফসিরে তাবারি, মিসর দারুল কুতুব হতে প্রকাশিত, (১/১১১); তাফসিরে কাবির, বৈরুত দারু-ইহয়াইত তুরাস আল-আরাবি হতে প্রকাশিত, (১/১৫৯); তাফসিরে কুরতুবি, মিসর দারুল কুতুব হতে প্রকাশিত, (১/১১৬), তাফসিরে ইবনে কাসির, দারে তাইবা হতে প্রকাশিত, (১/১০১), রুহুল মাআনি, বৈরুত দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা হতে প্রকাশিত, (১/৩৫)

[২] তাফসিরে কুরতুবি, মিসর দারুল কুতুব হতে প্রকাশিত, ১/১১২

সুরা বাকারা

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২৮৬। রুকুসংখ্যা : ৪০

সুরা বাকারা কোরআনের সবচেয়ে দীর্ঘ সুরা। এ সুরার অধিকাংশ আয়াতই মদিনায় হিজরতের পর প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছে।

আরবি বাকারা শব্দের অর্থ গাভী। যেহেতু এ সুরায় বাকারা শব্দটি এসেছে এবং এতে গাভী জবাই করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে; তাই একে সুরাতুল বাকারা বলে নামকরণ করা হয়েছে।

ঘটনা হল, বনি ইসরাইলে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। কিন্তু এক দরিদ্র ভাতিজা ছাড়া তার কোনো ওয়ারিশ ছিল না। সেই ভাতিজা সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করে। এরপর রাতের অন্ধকারে তার লাশ অন্যের দরজার সামনে ফেলে রেখে ঘরের মালিককে খুনি বলে অভিযুক্ত করে। তারপর দুইপক্ষের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা শুরু হয় এবং একপর্যায়ে বাদী-বিবাদীর লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়।

এরই মধ্যে আল্লাহ তায়ালা তৎকালীন নবী হজরত মুসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাদেরকে একটি গাভী জবাই করে তার গোশতের কিছু অংশ মৃত ব্যক্তির শরীরে স্পর্শ করার নির্দেশ দেন। যার ফলে সে জীবিত হয়ে ওঠে এবং হত্যাকারীর নাম বলে দেয়।[১] ঘটনাক্রমে বাদী-বিবাদীদের একপক্ষ মৃত্যু-পরবর্তী জীবন অস্বীকার করত। নিহত ব্যক্তির এই পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে শুধু হত্যাকারীর নামই জানা গেল না; বরং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের ব্যাপারেও এটি চাক্ষুষ দলিল হয়ে রইল। এ ছাড়াও মিসরিদের সাথে দীর্ঘকাল ওঠাবসা করায়[২] বনি ইসরাইলের মনে গাভীর প্রতি এক ধরনের বিশ্বাস ও ভালোবাসা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। গাভী জবাইয়ের বিধান দিয়ে তাদের বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে এবং তাদের এই ভালোবাসাকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে।[৩]

এ ছাড়া প্রথম পারায় আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

---

[১] বিস্তারিত : তাফসিরে তাবারি : ২/৭৬; তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/২৯৪। তবে মিশকাতুল মাসাবিহ-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাতের বর্ণনা অনুযায়ী হত্যাকাণ্ডের কারণ ছিল বিবাহজনিত। মিরকাতুল মাফাতিহ, দারুল ফিকর বৈরুত হতে প্রকাশিত : ৫/২০৪৫

[২] কারো কারো মতে সামেরি কর্তৃক গাভীকে ইলাহ ঘোষণার পর গাভীর প্রতি তাদের যে বিশ্বাস ও ভালোবাসা জন্মেছিল- উল্লেখিত ঘটনার মাধ্যমে তার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। (রুহুল মাআনি : ১/২৯২)

[৩] রুহুল মাআনি : ১/২৯২

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থায়ী মুজিজা কোরআনুল কারিমের মাধ্যমে এ সুরার সূচনা হয়েছে। এটা তো আমরা সকলেই জানি যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বস্তুগত ও অবস্তুগত বহু মুজিজা প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু তার সবচেয়ে বড় মুজিজা হচ্ছে ইলম তথা জ্ঞান।

এ সুরার সূচনা হয়েছে আলিফ-লাম-মিম তথা হরফে মুকাত্তায়াত দ্বারা। সূচনার এই রীতি আরবদের জন্য ছিল সম্পূর্ণ অভিনব। এর ফলে বাধ্য হয়ে তারা কোরআনের প্রতি মনোনিবেশ করে এবং তার আলোচনা শোনা শুরু করে। হরফে মুকাত্তায়াত দ্বারা যে সকল সুরার সূচনা হয়েছে, সেখানে কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার সত্যতারও আলোচনা এসেছে।[১] এই কারণে এক দল আলেমের মতে, এসব হরফের মাধ্যমে কোরআন মানবরচিত হওয়ার দাবিদারদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোরআন যদি আসলেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বানানো কথা হতো, তা হলে তোমরা সকাল-সন্ধ্যা যে ভাষায় কথা বলো, তার মাধ্যমেই এমন কোরআন নিয়ে এসো দেখি! ভাষা-সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতার কারণে তো তোমরা গর্ব করে থাকো,[২] যে কারণে তোমরা সকল অনারবকেই আজম (বোবা)[৩] আখ্যায়িত করে থাকো!

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, না অতীতের কোনো কাফের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পেরেছে আর না আজকের কোনো কাফের। এবং কেয়ামত পর্যন্ত কেউ-ই এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারবে না।

বিশ্বাসের দিক থেকে মানুষ তিন প্রকার

বিশ্বাসের দিক থেকে মানুষ তিন প্রকার। মুমিন, কাফের ও মুনাফিক। মুমিনের পাঁচটি গুণ রয়েছে।

১. ঈমান বিল গাইব। অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সকল বিষয় অনুভব করা যায় না, তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন : জান্নাত-জাহান্নাম, হাশর, হিসাবনিকাশ ইত্যাদি।

২. ইকামাতে সালাত। অর্থাৎ সকল শর্ত এবং আদবের প্রতি লক্ষ রেখে নামাজ আদায় করা।

৩. জাকাত আদায়। সাধারণত কোরআনে কারিমে নামাজ ও জাকাতের কথা একসাথেই এসেছে। নামাজ হচ্ছে আল্লাহর হক আর জাকাত বান্দার হক। মানুষের ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা পেতে পারে না যতক্ষণ সে উভয় প্রকার হক আদায় না করে।

---

[১] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪/৩৬৭

[২] তাফসিরে কুরতুবি : ১/১৫৫

[৩] আরবি আজম শব্দটির অনেকগুলো অর্থ ও ব্যবহারের মাঝে এটি একটি। (আল-কামুসুল মুহিত, ফিরোজাবাদী, পৃষ্ঠা : ১৪৬৬)

৪. পূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের উপর যেসকল আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, এবং হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে কিতাব নাজিল হয়েছে, তার উপর ঈমান আনা।[১]

৫. আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা চার আয়াতে মুমিনদের, দুই আয়াতে কাফেরদের এবং তেরো আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা করেছেন। এই তেরো আয়াতে মুনাফিকদের বারোটি বদ-অভ্যাসের কথা তুলে ধরা হয়েছে। মুসলমানদের জন্য এই বদ-অভ্যাস থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা জরুরি।

বদ-অভ্যাসগুলো এই : মিথ্যা, ধোঁকা, অনুভূতিহীনতা, অন্তরের ব্যাধি—(হিংসা, অহংকার, লোভ প্রভৃতি) চক্রান্ত, প্রতারণা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, আল্লাহর বিধানের প্রতি অবজ্ঞা, পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি, মূর্খতা, ভ্রষ্টতা, ঈমান ও কুফরের মাঝে দোদুল্যমানতা, মুমিনদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ।[২]

আদম আলাইহিস সালামের ঘটনা

এ পারার বা এ সুরার আরেকটি বিষয় হল, হজরত আদম আলাইহিস সালাম ও হাওয়া আলাইহাস সালামের ঘটনা,[৩] যা ঘটেছিল অভিশপ্ত ইবলিসের সাথে। প্রকৃতপক্ষে এটা পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত এবং গোটা মানব-সভ্যতারই ঘটনা।[৪] এই ঘটনা হক ও বাতিল, কল্যাণ ও অনিষ্টের মধ্যকার চিরস্থায়ী লড়াইয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে।[৫]

---

[১] সুরা বাকারার ৪নং আয়াতে সূক্ষ্মভাবে খতমে নবুওয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর এমন কোনো ব্যক্তির আগমন হবে না, যার উপর ওহী অবতীর্ণ হবে, যিনি নবী বা রাসুল হবেন। আয়াতে কেবল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ ওহী ও তার পূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের নিকট অবতীর্ণ ওহীর উপর ঈমান আনতে নির্দেশ করা হয়েছে। তার পরবর্তী কোনো ওহীর কথা বলা হয়নি। যদি তারপরেও কারো প্রতি ওহী আসত, যার ওহীর উপর ঈমান আনা আবশ্যক হতো, তা হলে আয়াতে তাও উল্লেখ হতো। যেমন পূর্ববর্তী নবীদের থেকে শেষনবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল। -আলে ইমরান, আয়াত ৮১

[২] বিস্তারিত : তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/১৯২

[৩] অর্থাৎ শয়তানের পক্ষ থেকে তাদেরকে ধোঁকা দেওয়া ও প্রতারণা করা, এরপর আল্লাহ কর্তৃক তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনা, যা ৩৫নং আয়াত থেকে আলোচিত হয়েছে।

[৪] কারণ শয়তানের ওয়াসওয়াসায় আদম আলাইহিস সালামের ভুল বা ইজতিহাদি বিচ্যুতির ফলে রাব্বুল আলামিন তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। এরপর থেকেই পৃথিবীতে মানবজাতির আবাদ ও বসবাস শুরু হয়।

[৫] আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে শয়তানের বিতাড়িত ও অভিশপ্ত হওয়ার পর সে আল্লাহর কাছে কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতিকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার অবকাশ প্রার্থনা করে। আল্লাহ তায়ালা তাকে সেই সুযোগ প্রদান করেন। এর মাধ্যমেই কেয়ামত পর্যন্ত হকের বিপরীতে

এই ঘটনার মাধ্যমে হজরত আদম আলাইহিস সালামের মহান ব্যক্তিত্বের কথা জানা যায়। জানা যায়, তাকে পৃথিবীতে খেলাফত প্রদান করা হয়েছিল[১] এবং এমন ইলম দেওয়া হয়েছিল, যা ফেরেশতাদেরও ছিল না। তারপর ফেরেশতাদের আদেশ করা হল, আদমকে সিজদা করো।

খেলাফতের মসনদে আসীন হওয়ায় সকল আদম-সন্তান এই ব্যাপারে আদিষ্ট যে, পৃথিবীতে তারা আল্লাহর বিধান কায়েম করবে এবং আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী পৃথিবী চালাবে।[২]

বনি ইসরাইলের আলোচনা

কোরআনুল কারিমের বহু স্থানে বনি ইসরাইলের আলোচনা এসেছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে সুরা বাকারায়। বরং প্রথম পারার প্রায় পুরোটা জুড়েই তাদের আলোচনা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম আলোচনা করা হয়েছে যে, বনি ইসরাইলকে জাহেরি-বাতেনি, দীনি ও দুনিয়াবি অসংখ্য নেয়ামত প্রদান করা হয়েছিল।[৩] যেমন : তাদের বংশ থেকে বহু নবী-রাসুল জন্ম লাভ করেছেন। তাদেরকে পার্থিব সচ্ছলতা প্রদান করা হয়েছিল। তাওহিদ ও ঈমানের আকিদার নেয়ামত দেওয়া হয়েছিল। ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

তারা মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে মিসর থেকে হিজরত করেছিল। ফেরাউন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল; কিন্তু বনি ইসরাইলের জন্য সমুদ্রের উপর দিয়ে রাস্তা

বাতিলের অভ্যুদয় ঘটে। সুরা আ'রাফ-এর ১২ এবং সুরা স-দ-এর ৭৩নং আয়াত থেকে এর বিবরণ আলোচিত হয়েছে।

[১] সুরা বাকারার ৩০নং আয়াতে পৃথিবীতে খলিফা বা প্রতিনিধি পাঠানোর যে কথা বলা হয়েছে, এখানে শুধু আদম আলাইহিস সালাম উদ্দেশ্য নন; বরং কেয়ামত পর্যন্ত আদম আলাইহিস সালামের সকল বংশধর উদ্দেশ্য, যারা আদম আলাইহিস সালামের মতো আল্লাহ তায়ালার খলিফা হয়ে (খেলাফত-ব্যবস্থার মাধ্যমে) পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুম, আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করবে, ইনসাফ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। বিস্তারিত : তাফসিরে তাবারি- ১/৪৭৮-৪৭৯; তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/২১৬

[২] কোরআনুল কারিমের সুরা বাকারা : ৩০; সুরা স-দ : ২৬; সুরা নুর : ৫৫ ইত্যাদি আয়াতের আলোকে স্পষ্ট যে, খেলাফত দীনের একটি বড় রুকন ও ইসলামের মহান বিধান। পৃথিবীতে একজন খলিফা নির্ধারণ করা বা খেলাফত-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা (যাতে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান ও শরিয়ত বাস্তবায়ন করা যায়) ওয়াজিব। বিস্তারিত : তাফসিরে কুরতুবি : ১/২৬৪-২৬৯; তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/২২১-২২৩

[৩] সুরা বাকারার ৪০নং আয়াত থেকে ধারাবাহিক কয়েকটি পর্বে বনি ইসরাইলের আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতে বনি ইসরাইল বলে মূলত মদিনার ইহুদিদের বোঝানো হয়েছে। তাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে মুহাম্মদ সা. এর দাওয়াতের উপর ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। -তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/২৪১

তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল, আর তাদের সামনেই অত্যাচারী ফেরাউনকে লোক-লশকরসুদ্ধ ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সিনাই (তিহ) মরুভূমিতে যখন তারা সহায়-সম্বলহীন ছিল তখন তাদের আহারের জন্য মান্না ও সালওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছায়ার জন্য শীতল মেঘের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পান করার জন্য তাদের পানির প্রয়োজন ছিল, তাই পাথর থেকে বারোটি ঝরনা প্রবাহিত করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে, তারা এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেনি; বরং ক্রমেই নেয়ামত অস্বীকারের গুনাহে মত্ত হয়েছিল। তারা সত্য গোপন করেছে। গোবৎসকে ইলাহ বানিয়েছে, সিনাই (তিহ) মরুভূমিতে তারা অকৃতজ্ঞতা এবং লোভ-লালসায় ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। বিনয়ের সাথে প্রবেশের হুকুম দেওয়া সত্ত্বেও তারা আরিহা[১] শহরে দম্ভভরে প্রবেশ করেছে। তারা নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। বারবার ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেছে। তারা শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই আল্লাহর কালামে বিকৃতি করেছে। শরিয়তের কিছু বিধানের উপর ঈমান এনেছে আর কিছু অস্বীকার করেছে। তারা ছিল হিংসা-বিদ্বেষের ব্যাধিতে আক্রান্ত। পার্থিব জীবনের প্রতি ছিল তাদের সীমাহীন আকর্ষণ। নৈকট্যভাজন ফেরেশতাদের প্রতি তারা বিরক্ত ছিল।

তারা জাদু-টোনার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। তারা এমন এমন বিদ্যা-মন্ত্র জানত, যার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ ঘটাতে পারত। আর এতে অবৈধ প্রেম-প্রীতির রাস্তা খুলে যেত।

জান্নাত লাভের হাস্যকর আশা

এত পাপাচার সত্ত্বেও তারা নিজেদের মনে করত জান্নাতের একমাত্র ঠিকাদার। তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলত, জান্নাতে শুধু তারাই যাবে, যারা ইহুদি হবে। খ্রিষ্টানরাও অনুরূপ দাবি করত। উভয় দলই দাবি করত যে, আমরাই সত্যের উপর আছি এবং আমাদের বিপরীত লোকদের নিকট কোনো দলিল-প্রমাণ নেই (ভেবে দেখা দরকার বনি ইসরাইলের এসব বদ-অভ্যাসের কোনোটি আমাদের মধ্যে আছে কি না)।

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পরীক্ষা ও দোয়া

ইহুদিদের নেয়ামত প্রদান এবং তাদের সেসব নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতার বিস্তর আলোচনার পর হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আলোচনা করা হয়েছে, যার মহান ব্যক্তিত্বের বিষয়টি ইহুদি-খ্রিষ্টান উভয় সম্প্রদায়ই স্বীকার করে থাকে।

---

[১] সুরা বাকারার ৫৮নং আয়াতে ও পুরো কোরআনে এর অনুরূপ আয়াতে, 'কারইয়া' দ্বারা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী বাইতুল মাকদিসই উদ্দেশ্য, আরিহা নয়। তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/২৭৩